R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ :: ফোন নং-৬৬-২২৮

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** ( দাদাঠাকুর )

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৩শ বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৫ই মাঘ বুধবার, ১৪০৩ সাল।
২৯শে জানুয়ারী, ১৯৯৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৭৫ পয়সা
বার্ষিক ৩০ টাকা

## ফরাক্কায় জনসমুদ্র—আক্রমণের মূল লক্ষ্য জ্যোতি বসু

## মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচনে বি. জে. পি ক্ষমতায় আসছে —আদবানি

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্তমানে কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কোনো নীতি নেই। বিজেপি সরকার ১৩ দিনের ওয়াণ্ডার হলে এ সরকার ১৩ দলের ব্লাণ্ডার। এ সরকার বাইরে থেকে কমিউনিষ্ট, আর কংগ্রেস এদের নিয়ন্ত্রণ করছে। সরকারের আয়ু নিয়ে মন্ত্রীরাও সন্দিহান। তাই মধ্যবর্তী লোকসভা নির্বাচন হবেই। সে নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়ে বিজেপি কেন্দ্রে সরকার গড়ব বলে বিজেপি'র সর্বভারতীয় সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানি মন্তব্য করেছেন। গত ২৮ জানুয়ারী সাম্প্রতিক ভারত বাংলাদেশ গঙ্গা জলচুক্তি বাতিলের দাবিতে ফরাক্কার এ, সি, সি ময়দানে এক বিশাল জনসমাবেশে হিন্দিতে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রীআদবানি আরও বলেন, বিগত ৫০ বছরে যতবার ভারত আন্তর্জাতিক শক্তির চাপের মুখে নতি স্বীকার করেছে ততবারই পাশ্চাত্যের দেশ ভারতের প্রশংসা করেছে। সাম্প্রতিক জলচুক্তিও তার ব্যতিক্রম নয়। দেশের কৃষক ও কলকাতা বন্দরের কথা না ভেবে দেবগৌড়া সরকার যে সর্বনাশা চুক্তি করেছেন বিগত দিনে ইন্দিরা গান্ধী বা রাজীব গান্ধীরাও এ ধরনের চুক্তিতে সই করেননি। এর জন্য আগামী দিনে দেবগৌড়াকে জনতার আদালতে দাঁড়াতেই হবে। প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়াকে 'কর্ণাটকের প্রধানমন্ত্রী' বলে ব্যঙ্গ করে শ্রীআদবানী এ চুক্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে বেশী দোষী বলে মনে করেন। ( শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য )

## মহকুমার নানাস্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজী প্রণাম

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২৩ জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষে রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গিপুরসহ মহকুমার সব জায়গায় যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে নেতাজী বন্দনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ঐদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন সরকারী কার্যালয় ছাড়াও, বেশ কিছু ব্যবসায়িক সংগঠনে ও শহরবাসীদের ভবনে আলোকসজ্জা দেওয়ালীর রাতকে ফিরিয়ে আনে। ঐ দিনের সবচেয়ে বড় সরকারী অনুষ্ঠানটি হয় এস ডি ও কোর্ট প্রাঙ্গণে। সকালে কোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় মহকুমা শাসক ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী অফিসার, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, বিভিন্ন ক্লাব ও সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, ব্যবসায়ী সমিতি ও রবিমঞ্চ সঙ্গীত কেন্দ্রের সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেন। শোভাযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় মূলবক্তা ছিলেন স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী বরুণ রায়। তিনি বলেন, যাঁরা একদিন নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলেছিল, নেতাজীর জন্মশতবর্ষে তারাই আজ সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে নেতাজীকে শ্রদ্ধা জানাতে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া তিনি বলেন জহরলালের নেতৃত্বাধীন কমিটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস থেকে বিপ্লবী আন্দোলনকে বাদ দিতে চেয়েছিলেন। আজকের দিনে অন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের নাম 'শহীদ ও স্বরাজ দীপ' রাখা হোক —বলে বরুণবাবু সরকারের কাছে আবেদন রাখেন। আজাদ হিন্দের স্মরণে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে যে স্মারকস্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন তা মাউন্টব্যাটেন ভেঙ্গে দেয়। বরুণবাবু তাও পুনর্নির্মাণের দাবী জানান। ( শেষ পৃষ্ঠায় )

## নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই গান-স্যালুট এস ডি পি ও হতভম্ব

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ২৩ জানুয়ারী মহকুমা শাসকের অফিস প্রাঙ্গণে নেতাজীর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সরকারী নির্দিষ্ট সময় দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটের পূর্বেই গান-স্যালুট হয়ে যায়। এমনকি গান-স্যালুটের সময় মহকুমা পুলিশ প্রশাসকও হাজির থাকতে পারেননি। আমাদের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে হতচকিত ও ক্ষুব্ধ এস ডি পি ও স্বপন মাইতি জানান, গান-স্যালুটের নির্দিষ্ট সময় ১২টা ১৫ মিনিট আমিও জানতাম। তবে তা পূর্বে হয়ে যাওয়ায়, পরে এসে জানলাম এস ডি ও-র আদেশক্রমে সেটা হয়ে গেছে। অন্যদিকে মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল জানান, গতকাল আজকের অনুষ্ঠানের মহড়ার সময়ই জানতে পারি স্বপনবাবু অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারবেন না। তাই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনেই গান-স্যালুটের নির্দেশ দিই।

## প্রধান শিক্ষিকার নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক দলবাজী

জিয়াগঞ্জ : রায়বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত সুরেন্দ্রনারায়ণ বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার নিয়োগ নিয়ে এ, বি, টি, এর শিক্ষক সংগঠন ব্যাপক দলবাজী শুরু করেছে। গত বছরের এপ্রিল মাসে প্রধান শিক্ষিকার পদের জন্য যে পরীক্ষা হয় তাতে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ঐ স্কুলেরই অভিজ্ঞ শিক্ষিকা শ্রীমতী রেবা সিংহকে প্যানেলে প্রথম স্থানে রাখে। কিন্তু সেই সেসন থেকেই এ, বি, টি, এর শিক্ষক সংগঠন প্যানেল অবৈধ বলে হাই কোর্টে একটি কেস করে। দীর্ঘ দশ মাস পর গত ১০-১-৯৭ হাই কোর্ট রেবা সিংহের পক্ষে রায় দেন। সেই মতো ডি, আই প্যানেল ( শেষ পৃষ্ঠায় )

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই মাঘ বুধবার, ১৪০৩ সাল।

## জন্মশতবর্ষের আলোকে

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মশতবর্ষে সরকারী ও বেসরকারী স্তরে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে লওয়া হইয়াছে। তদনুযায়ী নানা অনুষ্ঠান হইয়াছে এবং আরও হইবার অপেক্ষায় রহিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে এই মহান নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমী বীরের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য যথেষ্ট পূর্ব হইতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। অবশ্য নেতাজীস্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রা প্রকাশে অসতর্কতা দরুণ মুদ্রায় ২৩শে জানুয়ারী ১৯৯৭ স্থলে ১৯৯৬ হওয়ায় তাহা প্রকাশ করা হয় নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

নেতাজী জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের ব্যাপারে সরকারী স্তরে যদি এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষকদিগের গবেষণায় সহযোগিতা করিবার জন্য রুশ মহাফেজখানায় রক্ষিত নেতাজী সম্পর্কিত দলিলাদি দেখাইবার জন্য রুশ সরকারকে অনুরোধ করা হইত, তাহা হইলে নেতাজীর অন্তর্ধান ও তৎপরবর্তী ঘটনাদি দেশের মানুষ জানিতে পারিতেন এবং তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতেন। এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে ইতিপূর্বে মস্কোয় এবং লণ্ডনে সদস্য গবেষকগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। রুশ মহাফেজখানায় রক্ষিত নেতাজী সম্পর্কিত তথ্যাদি এখনও সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই; তাহা গবেষকদের দেখাইতে ভারত সরকারের অনুরোধ ছাড়া রুশ সরকার রাজী নহেন; আবার ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে যে, ইহাতে ভারত সরকারের কোনও উদ্যোগের নাকি প্রয়োজন নাই। ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, নেতাজী সম্বন্ধীয় গবেষণার এইখানেই ইতি ঘটিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নেতাজীর নামে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়। মুখ্যমন্ত্রীর মতে নেতাজী 'পূর্ণ স্বীকৃতি' না পাইলেও কিছুটা স্বীকৃতি পাইয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, নেতাজী সব সময় মজুর, কৃষক ও মেহনতি মানুষের বিষয়ে নানা কথা বলিয়াছিলেন। তিনি গণতন্ত্রের কথা বলিতেন। নেতাজী সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা হয় নাই; তাই তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া ইতিহাস লেখার প্রয়োজন বলিয়া রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী মত পোষণ করেন।

দেশপ্রেমের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতে অবস্থানকালে এবং তাহার পরও ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিকের অনেকের দ্বারা অবহেলিত ও উপেক্ষিত হইয়াছেন। তিনি এখন কী অবস্থায় আছেন, তাহা জানা যায় নাই। তবে তাঁহার অন্তর্ধানের পর হইতে, বিশেষ করিয়া তাঁহার বর্মাত্যাগের পর হইতে বিভিন্ন ঘটনা বিষয়ে তদন্ত করিয়া একটা সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত তাঁহার দেশবাসীর জানার দরকার ছিল। আর ইহার জন্য ভারত সরকারের উদ্যোগের প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। ইতিপূর্বে নেতাজী সম্পর্কে যে যে কমিশন হইয়াছিল, তাহা বিতর্কমূলক। বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ তথ্যপ্রমাণ-নির্ভর নহে। তথাপি দেশবাসী তাঁহার সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে পারিলেন না, ইহা পরম পরিতাপের বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নেতাজীর নামে যে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা তাহার জন্য তাঁহাকে সাধুবাদ দিতেছি। নেতাজীর সম্বন্ধে মূল্যায়ন করিতে গিয়া কমিউনিষ্টরা ভুল করিয়াছিলেন, প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার উদ্যোগে নেতাজীর প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হউক, আমরা তাহার জন্য তাঁহার প্রতি অনুরোধ রাখিতেছি।

## ২৩শে জানুয়ারী

রচনা—*দাদাঠাকুর*

অধিকাংশ ভারতবাসীর পক্ষে ২৩শে জানুয়ারী একটি শুভ দিন। যিনি এই দিনে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, নেতাজী বলিলে তাঁহাকেই বুঝায়। তাঁহার পূর্বে এবং পরে বহু বহু জন নেতা সাজিয়া বহু দলে নেতৃত্ব করিয়াছেন, নানা ঘটনার মাধ্যমে "নেতাজী" শব্দে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকেই বুঝায়। পঙ্কে বহু দ্রব্য, বহু উদ্ভিদ জন্মে, কিন্তু "পঙ্কজ" বলিলে কেবল পদ্মই মনে হয়। এই মৌরসী করা শব্দকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। ভারতে কত নেতা গত হইয়াছেন, কত নেতা বর্তমান আছেন। আবার কত নেতা হইবেন। নেতাজী নামের একমাত্র অধিকারী সুভাষচন্দ্র। নেতাজী জীবিত কি মৃত ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সুদীর্ঘ এগার বৎসরের মধ্যেও সে রহস্য ভেদঘাটিত হইল না।

এক জাতীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রবল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা খরচের খাতায় নেতাজীর নাম লিখিয়া বাহ্যিক আত্মপ্রসাদ দেখাইলেও মনে মনে সন্দেহের দোলায় দুলিয়া যদি! যদি!! শব্দ জপিতেছে। দেশের বেশীর ভাগ লোকই রাজনীতিক স্বার্থ বোঝে না। তাহারা নেতাজীর বেঁচে থাকা কামনা করিয়া আশা করিতেছে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনা মিথ্যা তিনি ঠিক ফিরিয়া আসিবেন।

নেতাজী ফিরিয়া আসিলে ফেরুপাল ঊর্দ্ধশ্বাসে আশ্রয়স্থল লক্ষ্য করিয়া ছুটিবে, অত্যাচারীরা জবাবদিহির ভয়ে আত্মগোপন করিবে। কিন্তু অবিচার, দুর্নীতি ও শোষণের নিগড়-বন্ধনে যাহারা জর্জরিত, যাহাদের চোখের জল পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে তাহারা তাঁহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইবে।

নেতাজী জন্মদিনে ঘরে ঘরে মঙ্গলশঙ্খ বাজিতেছে। শঙ্খধ্বনিতে জাতীয় জীবনের ক্লেদময় শঙ্কা মুছিয়া যাক। যাহার জ্ঞাত জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত শুধু আদর্শ-নিষ্ঠা, ত্যাগ, অকুতোভয়তা, অন্যায়ঘাতী সংগ্রাম ও মানব-মঙ্গলের তুলনাহীন ঐতিহ্য রচিত হইয়াছে, তিনি তরুণ ভারতের পথ-প্রদর্শক হিসাবে চিরদিনই পূজিত হইবেন।

জয়তু নেতাজী।

[ প্রকাশকাল : ২৩ জানুয়ারী ১৯৫৭ ]

## ফরাক্কা এনটিপিসি হাসপাতালে ল্যাপারেস্কমি লাইগেশন ক্যাম্প

দিবাকর ঘোষ, ফরাক্কা : গত ১৩ ও ১৪ জানুয়ারী ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের নবারুণ হাসপাতালে ল্যাপারেস্কমি লাইগেশন অপারেশন ক্যাম্প হয়। প্রথম দিনে ৩০৭ জন ও দ্বিতীয় দিনে ২৮২ জন বিভিন্ন বয়সের মহিলার অপারেশন করা হয়। অপারেশন করেন বিশিষ্ট স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কাঞ্জিলাল। উল্লেখ্য প্রতি বছরই এই হাসপাতালে কয়েকটি অপারেশন ক্যাম্প হয়। প্রত্যেক রোগীকে হাসপাতাল থেকে বিনা মূল্যে ঔষধপত্র এবং একটি করে কম্বল দেওয়া হয়। এছাড়া মোটিভেটরদের রোগিণীপিছু ৫০ টাকা দেওয়া হয়। এর ফলে এই হাসপাতালে প্রতি বৎসরই বেশ ভীড় হয়। হাসপাতালের সিনিয়র নার্স শান্তি হেমব্রম জানান আগামী ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝিতে পরবর্তী ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। অন্যদিকে গত ২২ নভেম্বর রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে অর্জুনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়োজিত ক্যাম্পে মাত্র ২৩ জন এই অপারেশন করান। সেখানেও ডাঃ কাঞ্জিলাল উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনা স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়।

প্রীতি ও

সাদর সম্ভাষণ জানাই—

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

**বন্ধু কর্ণার**

অজিত বারিক, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

## নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবন ও সাধনা

অজিত মুখার্জী

গান্ধীজির অহিংস রাজনীতির বাইরে যে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রবাহ বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উষালগ্ন থেকে ক্রীড়াশীল ছিল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরোচিত সংগ্রাম তার পূর্ণতা আনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানে, ১৯৪৭ এ যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংলণ্ড নানা চাপের মুখে ভারত পরিত্যাগ করে। মানবিকী চেতনা, দুর্জয় সাহস, বিপ্লবী আবেগ ও সুতীব্র স্বদেশানুরাগ ছাত্রাবস্থায় সুভাষের মধ্যে বিধৃত হয়েছিল। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন 'ওটেন সাহেব সংক্রান্ত' ঘটনা। মুক্তির পথ ক্ষুরধারের মতো—লক্ষ্যের একাগ্রীক্ এক গ্রতা, বজ্রকঠিন সংকল্প, মাতৃভুমির জন্য অসীম দুঃখ বরণ ও আত্মবলিদান এর পাথেয়। সুভাষচন্দ্র স্বদেশে ও বিদেশে নিজের জীবন দিয়ে এটা দেখিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ। ১৯২১ এ ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস এর মোহ ত্যাগ করে তিনি গান্ধীজির অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন। তারপর ১৯৩৮ এর হরিপুরা কংগ্রেস পর্যন্ত তিনি জাতীয় কংগ্রেসের আপোষমূলক মঞ্চকে সংগ্রামী মঞ্চে পরিণত করতে সচেষ্ট হলেও সফল হননি। গান্ধীজিকে ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করলেও ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নীতি-পদ্ধতি নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ ছিল। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীদের নিরবচ্ছিন্ন বিরোধীতার ফলে ত্রিপুরা অধিবেশনের পর কংগ্রেস সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে (১৯৩৯) তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দল গঠন করেন। তারপর সেই বিখ্যাত 'মহানিষ্ক্রমণ' (১৯৪১ জানুয়ারী) কলকাতা, কাবুল, মস্কো, বার্লিন হয়ে টোকিও। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন ও ভারতের কহিমা—ইম্ফলে বাঁধনহারা, মুক্তিপাগল এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগ্রামীর স্বাধীনতা সাধনা নেতা থেকে নেতাজীতে উজ্জ্বল উত্তরণ। ভারতের মাটিতে সুভাষচন্দ্র ও আজাদহিন্দ বাহিনীর 'দিল্লী চলো রণধ্বনি' ও 'জয়হিন্দ' অভিবাদন আপোষের রাজনীতিতে ক্লান্ত ভারতীয়দের সাহস, শৌর্য ও স্বাধীনতা লাভের আশায় উদ্বেল করে। ১৯৪৫—৪৬ এ আজাদ হিন্দ বন্দীদের বিচারের উত্তেজনা ও বোম্বাই এর নৌবিদ্রোহের স্ফুলিংগ ভারতকে এক 'আগ্নেয়গিরির কিনারায়' নিয়ে আসে। এ সবের ফলশ্রুতি হ'ল ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত।

শেষে একটি কথা। ১৯৪৫ এর ১৮ই আগষ্টে নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনার কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাঁর অজ্ঞাতবাসের কাহিনী এখনও রহস্যাবৃত, যদিও ঐ সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়েছে। প্রকৃত সত্য নিরূপণের জন্য এখনও ইংলণ্ড, রাশিয়া ও জাপানে রক্ষিত সরকারী নথিপত্রের পরীক্ষা দরকার। আর প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠ, নৈর্ব্যক্তিক, রাজনীতি নিরপেক্ষ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী—যেমন হিটলারের শেষ দিনগুলির বিবরণে ব্রিটিশ অধ্যাপক ট্রেভর রোপার গ্রহণ করেছিলেন।

## সাইদাপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জের উদ্বোধন

জঙ্গিপুর : গত ২৩ জানুয়ারী নেতাজীর জন্ম-শতবার্ষিকীর শুভক্ষণে সম্মতিনগরে 'সাইদাপুর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ' এর উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক হাবিবুর রহমান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রঘুনাথগঞ্জ টেলিফোন বিভাগের সার্বডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার সোহরাব আলি বিশ্বাস। উদ্বোধনী ভাষণে টেলিফোনের ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার দুলাল দাশশর্মা ঘোষণা করেন—গ্রামীণ টেলিফোন সংযোগের ক্ষেত্রে ২ হাজার টাকার স্থলে এবার থেকে ১ হাজার টাকা করে লাগবে। সাইদাপুরে নতুন বোর্ডে ২৫৬টি সংযোগ দেবার ক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানে ৪২টি সংযোগ নিয়ে বোর্ড চালু করা হলো। সাইদাপুরের কোর্ড নম্বর হলো ৬৯২ ; এর এস, টি, ডি কোর্ড রঘুনাথগঞ্জেরই রইলো

## টেণ্ডার নোটিশ

রঘুনাথগঞ্জ-১ আই সি ডি এস প্রজেক্টে নিম্নলিখিত মাল সরবরাহ ও ষ্টোরিং ও ক্যারিং এজেন্ট নিয়োগের জন্য নির্ধারিত ফর্মে সিলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

১) উন্নতমানের ট্রাঙ্ক (২৭"×১৫"×১১")—১৫০টি।
২) কাঠের টুল (১৩"×১২"×১৮")—১৫০টি
৩) রঙ্গিন গানি চট (সুপার কোয়ালিটি) ১২'×১০'—২৫০টি।
৪) ডেকচি (এ্যালুঃ), ঢাকনাসহ (১০" উঃ, ব্যাস ১৮")—১৫০টি।
(ওজন ২ই কেজি)
৫) খুন্তি এবং হাতা (লোহা ও ষ্টিল)—১৫০ পিস করে।
২ই', ১ই'।
৬) মগ—১৫০ পিস। (অ্যালু)
৭) বালতি—১৫০ পিস। ,,

### ক্যারিং ও ষ্টোরিং

ক্যারিং মাসে ২০০—২৫০ কুঃ দ্রব্য বিভিন্ন সেন্টারে ও ২০০ কুঃ মাল রাখার মত ষ্টোরিং এজেন্ট।

টেণ্ডারপত্র ৫ টাকা দরখাস্তের ভিত্তিতে অফিস থেকে পাওয়া যাবে। টেণ্ডারপত্র নেওয়ার শেষ তারিখ ১৭-২-৯৭। টেণ্ডার জমা ও খোলার তারিখ ২০-২-৯৭ বিকাল ৪টা। অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বর্ণেন্দু মণ্ডল
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক, রঘুনাথগঞ্জ-১
আই সি ডি এস প্রজেক্ট, মুর্শিদাবাদ
স্মারক-সখ্যা ১৫/১(২)/আই সি ডি—আর এন জি তাং—২১-১-৯৭

আপনারা দরই ম-কুমার লেখক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সাহা, এম, এ, রচিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষার প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'বৈষ্ণব-দর্পণ' পাঠ করুন। এতে বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন বিষয় এবং শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে কৃষ্ণনাম প্রচারের খবর পা'বেন। বৈষ্ণব ধর্মের কোষগ্রন্থ হিসাবে স্কুল, কলেজ ও লাইব্রেরীতে রাখার উপযুক্ত। মূল্য—একশত টাকা।
প্রাপ্তিস্থান—ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা
ডঃ প্রভাতকুমার সাহা, বালিয়া, মুর্শিদাবাদ

### বাড়ি বিক্রয়

বহরমপুর গোরাবাজার নিমতলায় ৬.৭৫ শতক জমির উপর চারতলার ভিতে দ্বিতল বাড়ি ( U. B. I. Building ) সবরকম কাজের উপযোগী, অতি সত্বর বিক্রয় হবে। যোগাযোগ করুন।
—এ, ঘোষ, ১০৮ নীলমণি ভট্টাচার্য্য লেন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

### জায়গা বিক্রয়

জঙ্গিপুরে ৺গনেশচন্দ্র চ্যাটার্জীর বাড়ী সংলগ্ন প্রাচীরবেষ্টিত বাসোপযোগী সাড়ে চার শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।
কুন্তল চ্যাটার্জী (বটু), গৌতম চ্যাটার্জী (শঙ্কু)
রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর

### যথাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজী প্রণাম ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

সভায় ঠিক ১২-১৫ মিনিটে নেতাজীর জন্মক্ষণে শঙ্খধ্বনি করা হয় ও নেতাজীর ছবিতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে মাল্যদান করা হয়। ঐদিন শহরের দু'পারেই জঙ্গিপুর পুরসভা থেকে নেতাজী বন্দনার আয়োজন করা হয়। সকালে প্রভাতফেরী, জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে স্মরণসভা, নেতাজী পার্কে পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদান, জন্মমুহূর্তে শঙ্খধ্বনি, জঙ্গিপুর ও রঘুনাথগঞ্জ —দুপারেই মানব শৃঙ্খলবন্ধন ও সন্ধ্যায় পৌরসভায় আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে উদ্‌যাপন করে। সেখানে নেতাজীকেন্দ্রীক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল আলোচনাসভা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল, প্রধান অতিথি শিক্ষক ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষক মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্তী। এছাড়া ঐদিনটিকে স্মরণ করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়, রামদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ থানা ও অন্যান্য বহু ক্লাব ও সংগঠন। গত ২৮ জানুয়ারী জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও নেতাজী স্মরণে একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে মহাবীর সঙ্ঘের কুচকাওয়াজ ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের সমবেত সঙ্গীত, শিক্ষক মানিক চট্টোপাধ্যায়ের একক সঙ্গীত ও বিভিন্ন আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করা হয়। স্থানীয় শ্রীমা শিল্পনিকেতন ও সাগরদীঘির বন্যেশ্বর গ্রামে রমনা নেতাজী সঙ্ঘে যথাযোগ্য মর্যাদায় নেতাজীর জন্মশতবার্ষিকী পালনের সংবাদও পাওয়া যায়।

### ব্যাপক দলবাজী ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

অনুমোদন করেন এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটি রেবা সিংহকে নিয়োগপত্র দেন। গত ১৫-১-৯৭ রেবা সিংহ স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার পদে যোগদান করতে গেলে ভারপ্রাপ্ত প্রধানা শিক্ষিকা ইরা মুখার্জীসহ এবিটি-এর অন্যান্য শিক্ষিকারা শিক্ষিকাদের উপস্থিতির খাতা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। এমতাবস্থায় স্কুলের সেক্রেটারী নতুন খাতা আনেন এবং রেবা সিংহসহ বেশীর ভাগ শিক্ষিকাকে নতুন খাতায় সই করান। বাকী শিক্ষিকারা পুরাতন খাতার দখল নেয়। কিন্তু পরের দিন এসএফআই স্কুলে বন্ধ ডাকে এবং এবিটি এর কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকারা ডিআই অফিসে গিয়ে ডিআইকে হুমকি দিয়ে প্যানেল চিঠিটি নাকি বাতিল বলে লিখে আনেন। বর্তমানে স্কুলে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা চলছে। ইরা মুখার্জী ও কিছু শিক্ষিকা পুরোনো খাতায় সই করছেন এবং তিনি প্রধান শিক্ষিকার চেয়ার ছাড়ছেন না। অন্যদিকে রেবা সিংহসহ বেশির ভাগ শিক্ষিকা নতুন খাতাতে সই করছেন।

### ক্ষমতায় আসছে বিজেপি ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

তাঁর মতে কেন্দ্রের বর্তমান সরকার কমিউনিষ্টদের কথায় চলছে। দেড় লক্ষাধিক জনতার সমবেত 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে উদ্বেলিত শ্রীআদবানি বলেন, স্বাধীন ভারতে এ ধ্বনি স্বাধীনতার আগে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির থেকেও শক্তিমান। সরকার সর্বক্ষেত্রে রাম নামের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। মূলতঃ জলচুক্তি নিয়ে সমাবেশ হলেও আদবানির ভাষণের মূল অংশ জুড়ে ছিল দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিকন্দর বখত্‌ বাংলাদেশকে বিপ্লবের জন্মভূমি বলে অভিহিত করেন। উর্দু মিশ্রিত হিন্দী ভাষণে তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চাকমা ও অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত সমস্যার উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন এসব সমস্যার কোনো সুস্পষ্ট মীমাংসা না করে বর্তমান সরকার বিহার, পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের স্বার্থক্ষুণ্ণ করে এই জলচুক্তি করেছেন। সভায় বিজেপি নেতা তপন সিকদার বলেন, ক্ষমতায় এলে বিজেপি এই চুক্তি পুনর্বিন্যাস করবে। ব্রহ্মপুত্রের খাল দিয়ে ভারত বাংলাদেশকে ৬০,০০০ কিউসেক জল দিতে প্রস্তুত। তিনি আরো বলেন ফারাক্কার জলবিশেষজ্ঞরা শ্রীআদবানীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে জানিয়েছেন যে সুখা মরশুমে গঙ্গায় জল থাকে ৫৪,০০০ কিউসেক. তার থেকে ৪০,০০০ কিউসেক দিলে কলকাতা বন্দর এবং বাঙ্গালীর প্রিয় ইলিশ মাছের সর্বনাশ তাঁরা মানতে পারেন না। দেবগৌড়া ও জ্যোতি বসুকে বাংলাদেশের দালাল বলে অভিহিত করে শ্রীশিকদার বলেন জল নিয়ে বামপন্থীদের সমস্ত পরিসংখ্যান চরম ধাপ্পা। তিনি ঘোষণা করেন বিজেপি আজ ফারাক্কা থেকেই ভারত-বাংলাদেশ সর্বনাশা জলচুক্তির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের সূচনা করলো। সমাবেশে বিজেপি নেতা ডঃ বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, রাহুল সিনহা, বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া, কৈলাশপতি মিশ্র, সুশীল মোদিও ভাষণ দেন।


আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

**অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক**

*রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ*

*( সবজী বাজারের বিপরীত দিকে )*

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস ( কলি ), পি. ই. টি ( ডাব্লু. টি ), এফ. ডাব্লু. টি ( আই. আর. সি. এস )

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুজ, পোলিও এবং প্যারালেসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনসট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট-এড বক্স এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ— হারনিয়াল বেল্ট, এল এস বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।



*বিশেষ আকর্ষণ ঃ* বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই *কোবরা* ছাপা শাড়ী।

*আর কোথাও না গিয়ে*
*আমাদের এখানে অফুরন্ত*
*সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা*
*ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,*
*কোরিয়াল, জামদানী জোড়,*
*পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ*
*পিওর সিল্কের প্রিন্টেড*
*শাড়ীর নির্ভরযোগ্য*
*প্রতিষ্ঠান।*
*উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য*
*পরীক্ষা প্রার্থনীয়।*

**বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স**

*মির্জাপুর ॥ গনকর*

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯


রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।